২য় অনুরোধ পত্র

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.২৭৫.১৬-৪৪৫

তারিখঃ ১৭ ভাদ্র ১৪২৬ / ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিষয়ঃ মাননীয় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রিট পিটিশন নং-৮৭৫০/২০১৮ মামলার ০৫/২/২০১৮ তারিখের রায়/আদেশ এবং সিপিএলএ নং-২০৫১/২০১৮, ২৬৬৮/২০১৮ এবং ৪৪৯১/২০১৮ মামলার ১০/১২/২০১৮ তারিখের নির্দেশনা অনুযায়ী যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন উপশহর আলীম মাদ্রাসার প্রভাষক (আরবী) জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন- ইনডেক্স নং-৩৬৩১২৪ (সহকারী অধ্যাপক ও বর্তমানে অধ্যক্ষ)-এর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ (এমপিও) এপ্রিল/২০১৯ হতে চালুকরণসহ নভেম্বর/২০১৬ হতে বকেয়া বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ হতে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ।

সূত্র: অধ্যক্ষ, উপশহর আলিম মাদ্রাসা, সদর, যশোর এর স্মারক নং-উআমা/২০১৮/৪২, তারিখ: ১৩/১২/২০১৮।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত আবেদন দুটির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন, সূচক সংখ্যা-৩৬৩১২৪ যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন উপশহর আলীম মাদ্রাসা'য় বিগত ১২/০৯/১৯৯৭ ইং তারিখ থেকে (তৎকালীন দাখিল পর্যায়ে) সহসুপার পদে এবং গত ২২/০৫/২০০২ ইং তারিখ থেকে পদায়নের মাধ্যমে আলিম পর্যায়ে প্রভাষক পদে পদোন্নতি পেয়ে কর্মরত আছেন। প্রভাষক হিসেবে মে/২০০২ মাস থেকে এমপিওভুক্ত হন। এক পর্যায়ে অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়ে কর্মরত থাকা অবস্থায় অধ্যক্ষের শূন্য পদে গত ২৭/১০/২০১৪ খ্রি. তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন।

২। মাউশি অধিদপ্তরের ০১/১১/২০১৬ তারিখের ১জি/১৩৫৩/বি:/০৭/৭০৫২/১৩বিশেষ, ৭০৬৬/১২ ও ৭০৭৯/১০ সংখ্যক পত্রে এ বিষয়ে (যে পত্রের বিরুদ্ধে আলোচ্য রিট মামলাটি দায়ের করা হয়েছে) নিম্নরুপ বর্ণনা রয়েছে-

(ক) যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন উপশহর আলিম মাদ্রাসা'র নিয়োগে অনিয়ম ও বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য মাউশি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (বিশেষ) জনাব মোহাম্মদ এনামুল হাই (এফসিএস) কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। উক্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক জনাব মো: আক্তারুজ্জামান এর শিক্ষাগত যোগ্যতার গড়মিল ও জাল জালিয়াতির মাধ্যমে প্রভাষক পদে এমপিওভুক্ত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সভাপতি)-কে সুপারিশ করেন এবং একই সাথে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের আরবী প্রভাষক জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন এর বেতন ভাতা বন্ধ রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই মর্মে উল্লেখ করেন।

(খ) পরবর্তীতে জনাব মো: আক্তারুজ্জামান কর্তৃক পুন: তদন্তের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে খুলনা অঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব টি এম জাকির হোসেন তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি (জনাব টি এম জাকির হোসেন) জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন এর নিয়োগকে অবৈধ ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রভাষক জনাব মো: আক্তারুজ্জামান এর নিয়োগ বৈধ সাব্যস্তে জনাব মো: আক্তারুজ্জামান এর এমপিও প্রদানের জন্য সুপারিশ করে সম্পুর্ণ বিপরীতমুখী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

(গ) সে প্রেক্ষিতে জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অবৈধভাবে উত্তোলিত অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বরাবর মাউশি অধিদপ্তর হতে ০৫/১১/২০০৯ তারিখে ১জি/১৩৫৩/বি:/০৭/১২৫৫৪/৬ বিশেষ সংখ্যক স্মারকে পত্র জারি করা হয় (উক্ত পত্রের কপি সংযুক্ত পাওয়া যায়নি)। উক্ত স্মারকের বিরুদ্ধে মুহা: জাকারিয়া হোসেন মাননীয় উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন নং-৮৩১৪/২০০৯ মামলা দায়ের করেন।

(ঘ) বর্ণিত মামলার গত ২৪/১১/২০১৪ তারিখের রায়/আদেশে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে (যাদের পদ মর্যাদা হবে পরিচালক এবং যশোর জেলার সরকারি কলেজের দুইজন অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষের সমন্বয়ে গঠিত হবে) পিটিশনার (জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন) এবং মো: আক্তারুজ্জামান এর চাকুরির বিষয়ে তদন্তপূর্বক একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন মহাপরিচালক, মাউশি কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে সাথে যে সকল দায়িত্বশীল কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনের কারণে ইতিপূর্বে Contradictory পত্র প্রেরণ করা হয় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়।

(ঙ) রিট পিটিশন নং- ৮৩১৪/২০০৯ মামলার গত ২৪/১১/২০১৪ তারিখের রায়/আদেশের নির্দেশনা মোতাবেক গঠিত ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি সরেজমিনে সম্পন্ন করা তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ আলোকে প্রভাষক (আরবী) জনাব মো: আক্তারুজ্জামান (ইনডেক্স নং-৩৬৩১২৮) ও প্রভাষক (আরবী) জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন (ইনডেক্স নং-৩৬৩১২৪) এর এমপিও Stop Payment করত: এমপিও হতে নাম কর্তনসহ নিয়োগ অবৈধ বিধায় প্রভাষক হিসেবে এ পর্যন্ত গৃহীত সরকারি অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে; প্রয়োজনে PDR Act, ১৯১৩ এ মামলা দায়ের করতে হবে মর্মে মাউশি অধিদপ্তর হতে ০১/১১/২০১৬ তারিখের ১জি/১৩৫৩/বি:/০৭/৭০৫২/১৩বিশেষ, ৭০৬৬/১২ ও ৭০৭৯/১০ সংখ্যক স্মারকসমূহে মাধ্যমে যথাক্রমে মাউশিঅ'র উপপরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর এবং বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি বরাবর নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩। রিট পিটিশন নং- ৮৩১৪/২০০৯ মামলার রায়/আদেশের নির্দেশনা অনুযায়ী গঠিত ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সরেজমিনে তদন্ত প্রতিবেদন আলোকে প্রভাষক (আরবী) জনাব মো: আক্তারুজ্জামান (ইনডেক্স নং-৩৬৩১২৮) ও প্রভাষক (আরবী) জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন (ইনডেক্স নং-৩৬৩১২৪) এর এমপিও Stop Payment করত: এমপিও হতে নাম কর্তনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাউশি অধিদপ্তর হতে ০৩/৫/২০১৬ তারিখে ১জি/১৩৫৩/বি:/০৭/৮৩৬/বিশেষ সংখ্যক স্মারকে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়।

৪। তৎপরবর্তী নভেম্বর/২০১৬ মাস হতে পিটিশনার জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন (ইনডেক্স নং-৩৬৩১২৪) এর নাম বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের

৫। মাউশিঅ কর্তৃক ইস্যুকৃত উক্ত স্মারকের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে প্রভাষক (আরবী) জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন পুনরায় মাননীয় উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন নং-৮৭৫০/২০১৬ মামলা দায়ের করেন। উক্ত রিট মামলায় মাননীয় আদালত কর্তৃক ০৫/০২/২০১৮ তারিখে প্রদত্ত রায়/আদেশের অংশবিশেষ নিম্নরূপ-

"Therefore, the petitioner is entitled to get MPO as Principal of Madrasha and other benefit in accordance with law. The respondents are thereby directed to pay the MPO to the petitioner within 30 (thirty) days from the date of receipt of this Judgment.

With this view of the matter, the Rule is made absolute."

৬। রিট পিটিশন নং-৮৭৫০/২০১৬ মামলার ০৫/০২/২০১৮ তারিখের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার, বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সভাপতি এবং এ.এন.এম আব্দুর রাজ্জাক নামীয় জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে যথাক্রমে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং- ২০৫১/২০১৮, ২৬৬৮/২০১৮ এবং ৪৪৯১/২০১৮ মামলা দায়ের করা হয়।

৭। মাননীয় আপীল আদালত কর্তৃক আপীল নং-২০৫১/২০১৮, ২৬৬৮/২০১৮ এবং ৪৪৯১/২০১৮ মামলা তিনটির একত্রে শুনানী শেষে দায়েরকৃত পিটিশনে কোন মেরিট না থাকায় গত ১০/১২/২০১৮ তারিখে খারিজ করে রায়/আদেশ প্রদান করে। রায়/আদেশের অংশবিশেষ নিম্নরূপ-

"We have heard the learned Counsel of both the parties and perused the impugned judgment of the High Court Division and the other materials on record.

Considering the facts and circumstances of the case, we find no legal infirmity in the impugned judgment factually and legally calling for interference by this Court.

Accordingly, we find no merit in these petitions and the same are dismissed."

৮। উপরে উল্লিখিত মামলার রায়/আদেশের কপি এবং অন্যান্য কাগজপত্রাদিসহ পিটিশনার কর্তৃক নভেম্বর/২০১৬ মাস হতে বর্তমান পর্যন্ত বকেয়া বেতন ভাতাদি ও উৎসব ভাতাসহ নিয়মিত বেতন-ভাতাদি পাওয়ার জন্য সচিব, টিএমইডি বরাবর সূত্রমূলে আবেদন দাখিল করা হয়।

৯। রিট পিটিশন নং-৮৩১৪/২০০৯ মামলায় ২৪/১১/১৪ তারিখের রায়/আদেশ আলোকে গঠিত ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির তদন্ত অনুযায়ী জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন, প্রভাষক আরবি এর বিষয়ে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন এর প্রভাষক আরবি পদে নিয়োগকে অবৈধ হিসেবে অভিহিত করা) এবং সে আলোকে তাঁর Stop Payment সহ এমপিও হতে নাম কর্তন করার জন্য সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর সুপারিশ করে মাউশিঅ হতে ০৩/৫/২০১৬ তারিখে নং-১জি/১৩৫৩/বি:/০৭/৮৩৬/বিশেষ সংখ্যক স্মারক জারি করা ন্যায়ানুগ ছিলনা মর্মে স্পষ্ট হয়।

১০। যেহেতু উক্ত ৮৭৫০/২০১৬ রিট মামলায় গত ০৫/০২/২০১৮ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশে পিটিশনারের এমপিও বাতিল সংক্রান্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত পত্রটির কার্যকারিতা বাতিল করা হয়েছে।

১১। এবং যেহেতু সরকার পক্ষ এবং মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত সিভিল আপিল (CP) মামলাগুলো যথাক্রমে ২০৫১/২০১৮, ২৬৬৮/২০১৮ এবং ৪৪৯১/২০১৮ এর মেরিট নেই মর্মে উল্লেখক্রমে মহামান্য আপিল বিভাগ কর্তৃক খারিজ করা হয়েছে।

১২। এবং যেহেতু রিট মামলার রায় (রিট মামলা নং-৮৭৫০/২০১৬) বাস্তবায়ন ব্যতিত সরকার পক্ষে আইনগত অন্য কোন প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ আছে মর্মে প্রতীয়মান হয় না। সেহেতু উক্ত শিক্ষক তথা জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন- ইনডেক্স নং-৩৬৩১২৪ এর এমপিও (মহামান্য আদালতের নির্দেশনামতে) চালু হওয়া আবশ্যক।

১৩। এখানে উল্লেখ্য যে, নথি এবং মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাই এটা স্পষ্ট যে জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেনের এমপিও বন্ধের বিষয়টি মন্ত্রণালয় তথা মাউশি অধিদপ্তর এর নির্দেশনায় হয়েছে। এটা সংশ্লিষ্ট মামলার রিটকারী শিক্ষক এবং মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির অভ্যন্তরীন কোন্দল নয় বরং মাউশি অধিদপ্তরের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে সংঘটিত হয়েছে।

১৪। এমতাবস্থায়, রিট পিটিশন নং- ৮৭৫০/২০১৬ মামলার ০৫/০২/২০১৮ তারিখের রায়/আদেশ (আপীল নং- ২০৫১/২০১৮, ২৬৬৮/২০১৮ এবং ৪৪৯১/২০১৮ মামলাগুলো ১০/১২/২০১৮ তারিখের আদেশে খারিজ হয়ে যাওয়ায়) অনুযায়ী যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন উপশহর আলীম মাদ্রাসার প্রভাষক (আরবী) জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন- ইনডেক্স নং-৩৬৩১২৪ (সহকারী অধ্যাপক ও বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ)-এর অনুকূলে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ (এমপিও) এপ্রিল/২০১৯ হতে চালুকরণ এবং যেহেতু মহাপরিচালক, মাউশি অধিদপ্তর এর ভুল সিদ্ধান্তের কারণে উক্ত শিক্ষকের এমপিও প্রদান বন্ধ হয়েছিল এবং এর জন্য উক্ত শিক্ষক কোনভাবে দায়ী ছিলেন না সেহেতু উক্ত শিক্ষককে নভেম্বর/২০১৬ হতে বর্তমান পর্যন্ত বকেয়া বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ (বর্তমান বরাদ্দকৃত বাজেট হতে) পরিশোধের ব্যবস্থা **গ্রহণক্রমে ১৫/০৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিতিসহ সংশ্লিষ্ট আদালতকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলেও ৯০ (নব্বই) দিনের অধিক অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়নি বিধায় আগামী ১৫/৯/২০১৯ তারিখের মধ্যে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদি (প্রমাণকসহ) টিএমইডিকে জানানোর জন্য নির্দেশক্রমে ২য় বারের মতো মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।**

০৮/০৮/১৯

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন নং-৪১০৫০১৭।

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
২। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭-৮। সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ/অধ্যক্ষ, উপশহর আলীম মাদ্রাসা, ডাকঘর-শিক্ষা বোর্ড, নতুন উপশহর, সদর, যশোর।
৯। জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন, অধ্যক্ষ, উপশহর আলীম মাদ্রাসা, ডাকঘর-শিক্ষা বোর্ড, নতুন উপশহর, সদর, যশোর।

৫। মাউশিঅ কর্তৃক ইস্যুকৃত উক্ত স্মারকের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে প্রভাষক (আরবী) জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন পুনরায় মাননীয় উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন নং-৮৭৫০/২০১৬ মামলা দায়ের করেন। উক্ত রিট মামলায় মাননীয় আদালত কর্তৃক ০৫/০২/২০১৮ তারিখে প্রদত্ত রায়/আদেশের অংশবিশেষ নিম্নরূপ-

"Therefore, the petitioner is entitled to get MPO as Principal of Madrasha and other benefit in accordance with law. The respondents are thereby directed to pay the MPO to the petitioner within 30 (thirty) days from the date of receipt of this Judgment.

With this view of the matter, the Rule is made absolute."

৬। রিট পিটিশন নং-৮৭৫০/২০১৬ মামলার ০৫/০২/২০১৮ তারিখের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার, বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সভাপতি এবং এ.এন.এম আব্দুর রাজ্জাক নামীয় জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে যথাক্রমে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং- ২০৫১/২০১৮, ২৬৬৮/২০১৮ এবং ৪৪৯১/২০১৮ মামলা দায়ের করা হয়।

৭। মাননীয় আপীল আদালত কর্তৃক আপীল নং-২০৫১/২০১৮, ২৬৬৮/২০১৮ এবং ৪৪৯১/২০১৮ মামলা তিনটির একত্রে শুনানী শেষে দায়েরকৃত পিটিশনে কোন মেরিট না থাকায় গত ১০/১২/২০১৮ তারিখে খারিজ করে রায়/আদেশ প্রদান করে। রায়/আদেশের অংশবিশেষ নিম্নরূপ-

"We have heard the learned Counsel of both the parties and perused the impugned judgment of the High Court Division and the other materials on record.

Considering the facts and circumstances of the case, we find no legal infirmity in the impugned judgment factually and legally calling for interference by this Court.

Accordingly, we find no merit in these petitions and the same are dismissed."

৮। উপরে উল্লিখিত মামলার রায়/আদেশের কপি এবং অন্যান্য কাগজপত্রাদিসহ পিটিশনার কর্তৃক নভেম্বর/২০১৬ মাস হতে বর্তমান পর্যন্ত বকেয়া বেতন ভাতাদি ও উৎসব ভাতাসহ নিয়মিত বেতন-ভাতাদি পাওয়ার জন্য সচিব, টিএমইডি বরাবর সূত্রমূলে আবেদন দাখিল করা হয়।

৯। রিট পিটিশন নং-৮৩১৪/২০০৯ মামলায় ২৪/১১/১৪ তারিখের রায়/আদেশ আলোকে গঠিত ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির তদন্ত অনুযায়ী জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন, প্রভাষক আরবি এর বিষয়ে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন এর প্রভাষক আরবি পদে নিয়োগকে অবৈধ হিসেবে অভিহিত করা) এবং সে আলোকে তাঁর Stop Payment সহ এমপিও হতে নাম কর্তন করার জন্য সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর সুপারিশ করে মাউশিঅ হতে ০৩/৫/২০১৬ তারিখে নং-১জি/১৩৫৩/বি:/০৭/৮৩৬/বিশেষ সংখ্যক স্মারক জারি করা ন্যায়ানুগ ছিলনা মর্মে স্পষ্ট হয়।

১০। যেহেতু উক্ত ৮৭৫০/২০১৬ রিট মামলায় গত ০৫/০২/২০১৮ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশে পিটিশনারের এমপিও বাতিল সংক্রান্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত পত্রটির কার্যকারিতা বাতিল করা হয়েছে।

১১। এবং যেহেতু সরকার পক্ষ এবং মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত সিভিল আপিল (CP) মামলাগুলো যথাক্রমে ২০৫১/২০১৮, ২৬৬৮/২০১৮ এবং ৪৪৯১/২০১৮ এর মেরিট নেই মর্মে উল্লেখক্রমে মহামান্য আপিল বিভাগ কর্তৃক খারিজ করা হয়েছে।

১২। এবং যেহেতু রিট মামলার রায় (রিট মামলা নং-৮৭৫০/২০১৬) বাস্তবায়ন ব্যতিত সরকার পক্ষে আইনগত অন্য কোন প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ আছে মর্মে প্রতীয়মান হয় না। সেহেতু উক্ত শিক্ষক তথা জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন- ইনডেক্স নং-৩৬৩১২৪ এর এমপিও (মহামান্য আদালতের নির্দেশনামতে) চালু হওয়া আবশ্যক।

১৩। এখানে উল্লেখ্য যে, নথি এবং মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাই এটা স্পষ্ট যে জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেনের এমপিও বন্ধের বিষয়টি মন্ত্রণালয় তথা মাউশি অধিদপ্তর এর নির্দেশনায় হয়েছে। এটা সংশ্লিষ্ট মামলার রিটকারী শিক্ষক এবং মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির অভ্যন্তরীন কোন্দল নয় বরং মাউশি অধিদপ্তরের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে সংঘটিত হয়েছে।

১৪। এমতাবস্থায়, রিট পিটিশন নং- ৮৭৫০/২০১৬ মামলার ০৫/০২/২০১৮ তারিখের রায়/আদেশ (আপীল নং- ২০৫১/২০১৮, ২৬৬৮/২০১৮ এবং ৪৪৯১/২০১৮ মামলাগুলো ১০/১২/২০১৮ তারিখের আদেশে খারিজ হয়ে যাওয়ায়) অনুযায়ী যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন উপশহর আলীম মাদ্রাসার প্রভাষক (আরবী) জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন- ইনডেক্স নং-৩৬৩১২৪ (সহকারী অধ্যাপক ও বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ)-এর অনুকূলে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ (এমপিও) এপ্রিল/২০১৯ হতে চালুকরণ এবং যেহেতু মহাপরিচালক, মাউশি অধিদপ্তর এর ভুল সিদ্ধান্তের কারণে উক্ত শিক্ষকের এমপিও প্রদান বন্ধ হয়েছিল এবং এর জন্য উক্ত শিক্ষক কোনভাবে দায়ী ছিলেন না সেহেতু উক্ত শিক্ষককে নভেম্বর/২০১৬ হতে বর্তমান পর্যন্ত বকেয়া বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ (বর্তমান বরাদ্দকৃত বাজেট হতে) পরিশোধের ব্যবস্থা **গ্রহণক্রমে ১৫/০৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিতিসহ সংশ্লিষ্ট আদালতকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলেও ৯০ (নব্বই) দিনের অধিক অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়নি বিধায় আগামী ১৫/৯/২০১৯ তারিখের মধ্যে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদি (প্রমাণকসহ) টিএমইডিকে জানানোর জন্য নির্দেশক্রমে ২য় বারের মতো মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।**

০৮/০৮/১৯

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন নং-৪১০৫০১৭।

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
২। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭-৮। সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ/অধ্যক্ষ, উপশহর আলীম মাদ্রাসা, ডাকঘর-শিক্ষা বোর্ড, নতুন উপশহর, সদর, যশোর।
৯। জনাব মুহা: জাকারিয়া হোসেন, অধ্যক্ষ, উপশহর আলীম মাদ্রাসা, ডাকঘর-শিক্ষা বোর্ড, নতুন উপশহর, সদর, যশোর।